বিশ্ব জুড়ে শিক্ষা ও বিনোদন যুগিয়ে যাচ্ছে সেসেমি স্ট্রিট

মাইকেল জে ফ্রিডম্যান
ওয়াশিংটন ফাইল স্টাফ রাইটার

দুই হাজার এক সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য নরওয়ে যাবার পথে জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আনান একটা নাজুক মিশন পরিচালনা করার জন্য যাত্রা বিরতি করেন। একটি উৎফুল্ল লাল দানব আর তার বন্ধুরা মিলে ঠিক করতে পারছিল না তাদের মধ্যে কে গাইবে "বর্ণমালার গান"টি। ভাগ্য ভালো যে আনানের কূটনৈতিক দক্ষতা এক্ষেত্রে কাজে দিলো। তার মধ্যস্থতায়ই ঠিক হলো যে গানটি সবাই মিলেই গাইবে। ঝামেলা মিটলো, খুশিও হলো সবাই।

মহাসচিব যেখানে এই দায়িত্বটি পালন করেছিলেন সেটা হলো সেসেমি স্ট্রিট যেখানে মানুষ, পুতুল এবং কার্টুন চরিত্ররা সবাই মিলে শিশুদেরকে তাদের বর্ণমালা ও সংখ্যা, সপ্তাহের দিনগুলোর নাম, কিভাবে সময় বলতে হয় এবং অন্যান্য সব মূল্যবান শিক্ষা প্রদান করে থাকে।

'চিল্ড্রেন্স টেলিভিশন ওয়ার্কশপ'-এ একদল শিল্পী, লেখক এবং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞদের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফসল এই 'সেসেমি স্ট্রিট।' বর্তমানে পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস নামে যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে তাদের পূর্বসূরি ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেলিভিশন-এর একটি বিভাগ ছিল এই ওয়ার্কশপ।

১৯৬৮ সালে কার্নেগি করপোরেশন একটি গবেষণা পরিচালনা করে যা থেকে এই তথ্য বেরিয়ে আসে যে আমেরিকার যে সব শিশু তখনো স্কুলে যাবার বয়সোপযোগী হয়নি তারা দীর্ঘ অনেকগুলো ঘন্টা টেলিভিশনের বাণিজ্যিক শো ও বিজ্ঞাপন দেখে সময় কাটিয়ে থাকে। ১৯৬৯ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স লেখে যে "আজ পর্যন্ত যে কোন টেলিভিশন শো-এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো পরিকল্পনা করে এগুচ্ছে" সেসেমি স্ট্রিট। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স জানায়, ওয়ার্কশপ নিউ ইয়র্ক এলাকার ডে কেয়ার

সেন্টারগুলোতে সেসেমি স্ট্রিটের বিভিন্ন উপাদান এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনগুলোর প্রভাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে এবং পার্থক্যটাও তখনই ধরা পড়ে।

১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রথম প্রচারের পর থেকে সেসেমি স্ট্রিট-এর এ পর্যন্ত ২০টি আন্তর্জাতিক সংস্করণ হয়েছে। সেগুলোর প্রতিটিতেই রয়েছে সে সব সংস্কৃতির নিজস্ব সব চরিত্র এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ধারা। এখন পর্যন্ত বিশ্বের ১শ' ২০টি দেশে এই শো প্রচারিত হয়েছে এবং এটি বিশ্বের সবচাইতে বেশ দেখা শিশুদের টেলিভিশন শো।

প্রতি সপ্তাহে সেসেমি স্ট্রিট-এর যুক্তরাষ্ট্রের দর্শক সংখ্যা আনুমানিক ৮০ লাখে পৌঁছেছে এবং এ পর্যন্ত এই শো-টি ৯৭টি এমি অ্যাওয়ার্ড (কোন চমৎকার টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য আমেরিকান পুরস্কার) জিতেছে যা অন্য কোন শো-এর চাইতে বেশি।

সেসেমি স্ট্রিট-এর প্রভাব কেবলমাত্র টেলিভিশনে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বইপত্র, ম্যাগাজিন, লাইসেন্সকৃত পণ্যসামগ্রী, ডে কেয়ার সেন্টার এবং আরো অনেক কিছুতে। এই শো-এর সাফল্যের রহস্যটা কী তাহলে?

এই শো-এর ফর্মুলার একটি বড় অংশ হচ্ছে এর বন্ধুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের সেসেমি স্ট্রিট-এ যে চরিত্রগুলো দেখানো হয় তা বেছে নেয়া হয় এ দেশের জাতি বৈচিত্র্য তুলে ধরার জন্য। ১৯৭০-এর দশকের শেষ ভাগে এই শো-তে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় লিন্ডাকে। লিন্ডা ছিল বধির এবং মুক ও বধিরদের সাঙ্কেতিক ভাষায় সে গল্প পড়ে শোনাতো, আর তার সহকারী সেগুলো জোরে জোরে পড়তো।

লুই প্রথম হাজির হয় ১৯৭১-১৯৭২ সিজনে। আমেরিকান টেলিভিশনের কোন শো-তে সে-ই সবচাইতে বেশি দিন ধরে চলা কোন হিস্পানিক চরিত্র। আফ্রিকান-আমেরিকান চরিত্র গর্ডন (তিনজন ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা এখন পর্যন্ত এই চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন) এবং সুসান সেসেমি স্ট্রিট-এর শুরু থেকে রয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে এই সব নিয়মিত চরিত্রগুলোর সাথে আরো যোগ দিয়েছে বহু বিশেষ অতিথি যারা এসেছে সমাজের প্রায় সর্বস্তর থেকে। এখানে আসা বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন লরা বুশ থেকে শুরু করে রালফ নাডের পর্যন্ত। সেসেমি স্ট্রিট-এর মিশরীয় সংস্করণেও উপস্থিত হয়েছিলেন লরা বুশ।

সেসেমি স্ট্রিট-এর মাপেটগুলোর স্রষ্টা জিম হেনসন (১৯৩৬-১৯৯০) এগুলোকে তৈরি করেন সুতায় বাঁধা পুতুলনাচের আদলে এবং কৌশলে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি চরিত্র হলো কাউন্ট ভন কাউন্ট যে তার চলার পথে যাবতীয় সব কিছু গুণতে থাকে এবং এভাবেই সে তুলে ধরে "দিনগুলোর সংখ্যা।"

বন্ধুভাবাপন্ন নীল দানব গ্রোভার যে তার নতুন চরিত্র "গ্লোবাল গ্রোভার"-এর ভূমিকায় শিশুদেরকে তাদের মধ্যকার বিভিন্ন যে সব পার্থক্য রয়েছে সেগুলো সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হোম মুভিগুলো দেখায়।

সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্রগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এলমো, অদম্য একটি লাল দানবের রয়েছে "এলমো-র বিশ্ব" নামে নিয়মিত একটি ফিচার যেখানে থাকে "আস্ক মিস্টার নুড্ল" (একটি মানুষ যে মূকাভিনয় করে থাকে) এবং "এলমো হ্যাজ আ কোশ্চেন ফর ইউ" (গণনা শেখানো হয়)। ১৯৯৭ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিল এলমো।

সেসেমি স্ট্রিট-এর বিকাশ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে এই শো-এর ৩৬তম সিজন চলছে। এবারে এতে "জীবনের সুস্থ অভ্যাসগুলো" (হেলদি হ্যাবিট্স অব লাইফ) তুলে ধরা হয়েছে। এটা করা হয়েছে "শিশুদেরকে তাদের শরীর এবং তা কিভাবে সুস্থ রাখা যায় তার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্য।" এই শো দেখে এখন শিশুরা পুষ্টি সম্পর্কে, কিভাবে নিজিদের শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নেয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে শিখছে।

তবে সেসেমি স্ট্রিট-এর বেশির ভাগটাই মজার। "'সি' ইজ ফর কুকি," "রাবার ডাকি" (১৯৭০-এর দশকে পপ মিউজিক চার্টে ১৬ নম্বর স্থান লাভ করেছিল এই গানটি) এবং 'ইট্স নট ইজি বিয়িং গ্রীন" -- এসব গান প্রায় সাড়ে সাত কোটি আমেরিকানের জীবন জুড় রয়েছে কারণ তারা এই শো দেখেই বড় হয়েছে।

এমনকি মহাসচিব আনান একথাও বলেন যে বিশ্বের নেতারা সেসেমি স্ট্রি থেকে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারেন। তিি বলেন, "এলমো আর তার বন্ধুরা সরাসরিই সব কিছু বলতে পারে।"

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ৬ই এপ্রিল, ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*